তারিখ ... 20 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 2 ...

দৈনিক
ইনকিলাব

দেশে আস্থাহীনতায় বিদেশমুখী উচ্চশিক্ষা

বিশ্বমানের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে

বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছরই অসংখ্য শিক্ষার্থী বিদেশে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। তাদের মধ্যে অধিকাংশই পড়াশোনা শেষ করে সেখানে চাকরিতে ঢুকে পরবর্তী সময়ে সেখানকার স্থায়ী নাগরিক হয়ে যান। এতে করে বাংলাদেশ প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থী হারাচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, অস্থির রাজনীতি এবং চাকরির অনিশ্চয়তার কারণে আস্থাহীনতায় ভুগছেন সাধারণ মানুষ। ফলে দিন দিন বিদেশমুখী প্রবণতা বাড়ছে শিক্ষার্থীদের।

মূলত দেশের উচ্চশিক্ষা নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকের অভাব। অনেকের স্থায়ী ক্যাম্পাস নেই। নিয়মিত সিন্ডিকেট সভা ও একাডেমিক বডির বৈঠক হয় না। অবকাঠামো সমস্যা প্রকট। অস্বচ্ছ ভর্তি প্রক্রিয়া, পরীক্ষা পদ্ধতিতে অসঙ্গতি, প্রশ্নবিদ্ধ উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি, ক্রেডিট ট্রান্সফারে বিড়ম্বনা, গবেষণার সুযোগ কম বা অনেক প্রতিষ্ঠানে একেবারে নেই এবং যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত কারিকুলামের অভাব বিদ্যমান। মোট কথা অন্তহীন সমস্যায় জর্জরিত দেশের উচ্চশিক্ষা। একজন মেধাবী যদি দেশে উচ্চশিক্ষা নিয়ে আস্থাহীনতায় ভোগেন এবং যোগ্যতা অনুসারে চাকরি না পান, তখন তিনি হতাশ হবেন– এটাই স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে নিরাপদ, সচ্ছল জীবনযাপনের জন্য তিনি যদি বিদেশে গমন করেন, তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। এক্ষেত্রে বিদেশে মেধা পাচারের মূল দায় পড়ে দেশের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর। বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্যই বিশ্বমানের হতে হবে। যত্রতত্র যেমন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা যাবে না, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও মানসম্পন্ন হতে হবে। লেখাপড়া, শিক্ষক নিয়োগ ও সার্বিক কর্মকাণ্ডে তাই প্রয়োজন নিবিড় পর্যবেক্ষণ। অন্যথায় শিক্ষা নয়, বাণিজ্যই অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে প্রাধান্য পাবে। শিক্ষাবাণিজ্য দেশ ও জাতির জন্য ভালো ফল বয়ে আনবে না। সতর্ক হওয়ার এখনো সময় আছে। এখনই কার্যকর ব্যবস্থা নিলে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও উচ্চশিক্ষা ভবিষ্যতে প্রশ্নবিদ্ধ হবে না।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি,এল,পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর